20/10/2001

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ৪ ... কলাম ...৭......

সম্পাদকীয়

উচ্চশিক্ষায় অচলাবস্থা নিরসনে উদ্যোগ গ্রহণ করা হোক

বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে ৪ দলীয় জোটের নতুন সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর এক সপ্তাহ অতিক্রান্ত হয়ে গেল কিন্তু এখন পর্যন্ত দেশের শীর্ষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে স্বাভাবিক শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হলো না। দেশের প্রায় সবকটি বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ ও বৃহৎ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চলছে অচলাবস্থা। বিবদমান ছাত্র সংগঠনগুলোর সন্ত্রাস, দখল-পুনর্দখল, সরকার সমর্থক ছাত্র সংগঠনের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে আন্দোলনসহ নানা কারণে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর স্বাভাবিক কার্যক্রম প্রায় বন্ধ হয়ে পড়েছে। এ নানামুখী সংকটের কারণে দেশের লাখ লাখ শিক্ষার্থীর জীবনে সৃষ্টি হয়েছে সীমাহীন অনিশ্চয়তা। অথচ এ ব্যাপারে তেমন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে না- যা অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক।

বিগত সরকারের শাসনামলে দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো তুলনামূলকভাবে শান্ত ছিল। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সন্ত্রাসীদের আনাগোনা থাকলেও বড় কোন সংঘর্ষের ঘটনা খুব একটা ঘটেনি। ক্লাস-পরীক্ষাসহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষা কার্যক্রম মোটামুটি স্বাভাবিকভাবেই পরিচালিত হয়েছে। ফলে ছাত্রছাত্রীদের অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ভোগ বড় বেশি পোহাতে হয়নি। বেশিরভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সেশনজট পরিস্থিতির লক্ষণীয় উন্নতি হয়েছিল। অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোন রকম সেশনজট ছিলই না।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর পরই একযোগে দেশের প্রায় সকল শীর্ষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নৈরাজ্য কবলিত হয়ে পড়ে। প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্র সংগঠনগুলো আধিপত্য বিস্তারের নেশায় মত্ত হয়ে যায়। দখল, পালটা দখল, প্রতিপক্ষের ওপর হামলা, গুলি-বোমা-সন্ত্রাস শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে অস্থিতিশীল করে তোলে। এ অবনতিশীল সহিংস পরিস্থিতিতে বেশিরভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেয়া হয়। ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, জাহাঙ্গীরনগর, খুলনা, সিলেট প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়সহ আরো বেশ কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের তিন মাসে প্রায় অধিকাংশ সময়ই বন্ধ থাকে। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীরা স্বাভাবিক শিক্ষাবর্ষের মেয়াদের চেয়ে কোন কোন ক্ষেত্রে এক বছর পর্যন্ত পিছিয়ে পড়ে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় বন্ধ হয়ে যাওয়া বা অচলাবস্থার কবলে পড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে তেমন কোন কার্যকর উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায়নি। শেষ পর্যন্ত নবনির্বাচিত রাজনৈতিক সরকারের ক্ষমতা গ্রহণ এবং সেই নতুন সরকারের উদ্যোগের জন্যই সম্ভবত সবাই অপেক্ষা করেছে। কিন্তু নতুন সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পরও পরিস্থিতি পরিবর্তনের তেমন কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। সরকার সমর্থক ছাত্র সংগঠন একের পর এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়ন্ত্রণভার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়সহ আরো কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরকার সমর্থক ছাত্র সংগঠনের সাথে প্রতিপক্ষের গোলাগুলি ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। সরকার সমর্থক ছাত্র সংগঠনের সশস্ত্র কর্মীরা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলো দখল করে বিরুদ্ধবাদীদের ওপর দমন-পীড়ন-নির্যাতন চালাচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই প্রতিপক্ষ ছাত্র সংগঠনের নেতা-কর্মী-সমর্থকদের আবাসিক হল থেকে উচ্ছেদ করা হচ্ছে।

বর্তমান পরিস্থিতি আমাদের উচ্চ শিক্ষা এবং জাতির জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। সংকীর্ণ দলীয় রাজনীতিতে মোহাচ্ছন্ন হয়ে একদল তরুণ ছাত্র রাজনীতির নামে যা করছে তা মোটেও সমর্থনযোগ্য নয়। আধিপত্য দখল, প্রতিপক্ষ দমন, অস্ত্রবাজি, সন্ত্রাস, নৈরাজ্য সৃষ্টি কোনমতেই ছাত্র রাজনীতির অনুষঙ্গ হতে পারে না। রাজনৈতিক দলের লেজুড়মুক্ত সুস্থ ধারার গণতান্ত্রিক সংগঠন হিসেবে ছাত্র সংগঠনগুলোকে গড়ে তুলতে না পারলে দেশের শিক্ষাঙ্গনগুলোতে বিরাজমান নৈরাজ্যের অবসান ঘটানো সম্ভব নয়। এ ব্যাপারে রাজনৈতিক দলগুলোকেই এগিয়ে আসতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন, রাজনৈতিক দল, বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন, সরকার সকলে মিলে যত শিগগির সম্ভব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর অচলাবস্থা নিরসনে উদ্যোগী হবেন বলে আমরা আশা করি। মাসের পর মাস ধরে দেশের শীর্ষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ থাকবে, উচ্চ শিক্ষা লাটে উঠবে আর দায়িত্বশীল মহল বসে বসে তামাশা দেখবেন তা হতে পারে না। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই তৎপর হতে হবে।